হরতাল-অবরোধের খড়্গ পাঠ্যবইয়ে

এম এইচ রবিন
২০ নভেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম

নতুন শিক্ষাবর্ষে (২০২৪) জানুয়ারির প্রথম ক্লাসে সব বিষয়ের পাঠ্যবই হাতে পাবে না মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা। এ জন্য তাদের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কোনো কোনো শ্রেণির বই ছাপানোর কার্যাদেশ প্রক্রিয়ায় ছিল ধীরগতি। কিন্তু বই সরবরাহে এখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হরতাল-অবরোধের মতো চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচি। তার পরও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আশা করছে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপানো শেষ করে স্কুল পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে।

২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে আসছে সরকার। সেদিন প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় বিনামূল্যের পাঠ্যবই। তবে গত বছর এবং চলতি বছর শিক্ষার্থীদের বই পেতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। পাঠ্যবই ছাপানোর মৌসুমে অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর জুড়ে আন্তর্জাতিক বাজারে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ছিল এই বিলম্বের কারণ। চলতি বছরে কাগজের মানে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে ২০২৩ সালে শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের কাগজে ছাপানো বই পড়তে হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই বছরের তিন-চার মাসের মধ্যে কাগজ, মলাট ও সেলাই নষ্ট হয়ে গেছে।

এনসিটিবির তত্ত্বাবধায়নে এখন ২০২৪ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য বই ছাপানো হচ্ছে। এ বছর কাগজ সংকট সমাধানে আগে থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মনে করছে চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে যথাসময়ে সব বই পৌঁছানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৯ অক্টোবর থেকে চলছে হরতাল-অবরোধ। সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এই ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে সতর্কতার সঙ্গে পৌঁছানো হচ্ছে এনসিটিবির পাঠ্যবই। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, প্রাথমিকস্তরের বই নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। তবে মাধ্যমিকস্তরের বই যথাসময়ে

স্কুলপর্যায়ে পৌঁছানো নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে। তার পরও আশা করি, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাপানো শেষ করে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

কাগজ নিয়ে কোনো সংকট না থাকার পরও হরতাল-অবরোধের কারণে বইয়ের পরিবহন ট্রাক জেলা-উপজেলায় নিয়মিত পাঠানো যাচ্ছে না বলে জানান এনটিসিবি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘এ জন্য অষ্টম শ্রেণির অন্তত দুই কোটি বই ছাপাখানায় আটকে আছে। এ ছাড়া অষ্টম ও নবম শ্রেণির বইয়ের কার্যাদেশ প্রক্রিয়ায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তবে যে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান অষ্টম-নবম শ্রেণির বই ছাপানোর কার্যাদেশ পেয়েছে, তারা বড় ছাপাখানা। আশা করছি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা কাজ শেষ করতে পারবেন।’

গত ১৬ নভেম্বর এনসিটিবির দেওয়া তথ্যানুযায়ী, প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ। ষষ্ঠ শ্রেণির বই ছাপানো হয়েছে ৮০ শতাংশ। ৬৯ শতাংশ ছাপা সম্পন্ন হয়েছে সপ্তম শ্রেণির বই। অষ্টম শ্রেণির ছাপানো হয়েছে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। আর নবম শ্রেণির বই ছাপানোর কার্যক্রম সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

এবার প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মোট ৩২ কোটি ৩৮ লাখের বেশি বই ছাপানো হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিকে বই ৯ কোটি ৩৮ লাখের বেশি। আর মাধ্যমিকস্তরের বই ২৩ কোটির কিছু বেশি।

হরতাল অবরোধে পাঠ্যবই